বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের উদ্ভাবনী উদ্যোগের তালিকা ২০২১-২২

ক) উদ্ভাবনের ধরনঃ নতুন (আইডিয়া পর্যায়ে)

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	উদ্ভাবনের নাম	উদ্ভাবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ	উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র, বামউক, রাঙ্গামাটি।	ক্রিক নার্সারী	শুষ্ক মৌসুম হ্রদের বিভিন্ন জায়গায় বাধঁ দিয়ে ছোট ছোট নার্সারি পুকুরের মত ক্রিক নার্সারি সৃষ্টি করা যায়। সে সময়ে উক্ত ক্রিকসমূহে রেণু পোনা অবমুক্ত করে লালন পালন করা যায়। লেকের পানি বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই রেণু বড় হয়ে পোনায় পরিণত হবে এবং হ্রদের পানি বৃদ্ধির সাথে সাথে পোনাগুলো হ্রদের পানির সাথে মিশে যাবে।	হ্রদের পানিতে রেণুগুলো লালন পালন করায় এগুলোর অভিযোজন ক্ষমতা অন্যান্য মাছের থেকে বেশি হবে বলে আশা করা যায়। কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্তির জন্য অধিক পরিমাণ পোনার সরবরাহ নিশ্চিত হবে।	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বামউক, রাঙ্গামাটি।	পরিকল্পনায় রয়েছে।	প্রতি ঘনমিটারে আনুমানিক ১.২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে।	না	হ্যাঁ	প্রাকৃতিক খাবার গ্রহণ করে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং দ্রুত অবমুক্ত করা সম্ভব হবে।।	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বামউক, রাঙ্গামাটি। মোবাঃ ০১৭৬৯-২৯০৯৩৯।
২	কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও বিপণন কেন্দ্র, বামউক, রাঙ্গামাটি।	কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছের আধিক্য বৃদ্ধিতে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পোনা উৎপাদন।	কাপ্তাই হ্রদে চিতল মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পোনা উৎপাদন করা যেতে পারে। চিতল মাছ দ্রুত বর্ধণশীল এবং টেকসই হওয়ায় এটি সহজেই উৎপাদন এবং হ্রদে অবমুক্ত করা সম্ভব হবে।	চিতল মাছ অত্যন্ত টেকসই মাছ হওয়ায় এটি লেকের সাথে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারে। চিতল মাছের চাহিদাও অনেক বেশি এবং জনগণের পুষ্টির চাহিদা পূরণে ভূমিকা রাখবে। চিতল মাছ রাক্ষুসে স্বভাবের হওয়ায় ছোট প্রজাতির মাছের আধিক্য নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখবে।	জনাব মোঃ আকবর হোসেন নার্সারী সহকারী বামউক, রাঙ্গামাটি।	পরিকল্পনায় রয়েছে।	আনুমানিক ০১ (এক) লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে।	না	হ্যাঁ	দ্রুত বর্ধণশীল এবং পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।	জনাব মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ব্যবস্থাপক বামউক, রাঙ্গামাটি। মোবাঃ ০১৭৬৯-২৯০৯৩৯।

ক) সেবা সহজিকরণের ধরনঃ নতুন (আইডিয়া পর্যায়ে)

ক্রঃ নং	দপ্তরের নাম	সেবার নাম	সেবার সংক্ষিপ্ত বিবরণ	সহজিকরণের যৌক্তিকতা	উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানা	কার্যক্রমের অগ্রগতি	বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হতে পারে	পাইলটিং করা হয়েছে কিনা?	সারা দেশে বাস্তবায়নযোগ্য কিনা?	প্রত্যাশিত ফলাফল	ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, ফোন নম্বর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর বামউক চট্টগ্রাম।	অনলাইনের মাধ্যমে মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের পার্টি/প্রতিষ্ঠান (নন-প্যাকার) নিবন্ধিকরণ।	চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ফিশ প্রসেসিং কারখানায় মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণের জন্য নন-প্যাকার (যাদের নিজস্ব মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট নাই) নিবন্ধন করে। নিবন্ধিকরণ প্রক্রিয়াটি ম্যানুয়ালি করা হয় বিধায় অনেক সময় ক্ষেপণ হয়। এতে করে পার্টিরা সঠিক সময়ে মৌসুমে যথাসময়ে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করতে পারেন না। যার ফলে নতুন করে মৎস্য সেক্টরে মৎস্য উদ্যোক্তা তৈরিতে বাধা হচ্ছে।	নন-প্যাকার হিসেবে অত্র কেন্দ্রে তালিকাভূক্ত হওয়ার জন্য অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালু করে এই সেক্টরে নতুন নতুন মৎস্য উদ্যোক্তা তৈরিকরণ। ফলে অতি অল্প সময়ে তালিকাভূক্ত হয়ে মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করে স্থানীয় বাজারে মাছ সরবরাহসহ বিদেশে মাছ রপ্তানী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের জিডিপি-তে অবদান রাখতে পারে।	জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান ডেপুটি চীফ ফিশ প্রসেসিং টেকনোলজিস্ট বামউক চট্টগ্রাম।	অনলাইন আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাইকরণ ও পার্টি/নন-প্যাকার তালিকাভূক্তকরণ শুরু করার প্রক্রিয়াধীন।	আনুমানিক ০২ (দুই) লক্ষ টাকা ব্যয় হতে পারে।	না	প্রস্তাবিত পরিকল্পনা চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের জন্য তবে বিএফডিসি'র অন্যান্য ফিশ প্রসেসিং কারখানায় বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।	কেন্দ্রের প্রসেসিং কারখানায় অবকাঠামো ও ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী নন-প্যাকার তালিকাভূক্ত করা যাবে। এতে করে কেন্দ্রের রাজস্ব আয় বাড়বে এবং নিত্য নতুন মৎস্য উদ্যোক্তা তৈরি হবে।	মহাব্যবস্থাপক চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর বামউক, চট্টগ্রাম।

মোঃ আইয়ুব আফনান
অর্থ বিশ্লেষক
পরিকল্পনা বিভাগ, বামউক, ঢাকা।